প্রথম আলো

তারিখ 19 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ক্যাম্পাস

একটি বিদেশি ডিগ্রির জন্য দেশের শিক্ষার্থীদের অদূর ভবিষ্যতে আর বৃটেন, আমেরিকা বা কানাডায় পাড়ি জমাতে হবে না। এরই মধ্যে নামকরা ইউনিভার্সিটিগুলোই আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে ক্যাম্পাস খুলতে শুরু করেছে। তাদের ছাত্রদের মধ্যে বাংলাদেশিরাও রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত রয়েছে নিচের আর্টিকলে।

পুঁজি বিনিয়োগকারী ওমার সাইফ ঘোবাশের সঙ্গে যখন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির (NYU) প্রেসিডেন্ট জন সেক্সটনের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে তার ইউনিভার্সিটির একটি শাখা খোলার ব্যাপারে ঘোবাশকে রাজি করাতে চেষ্টা করেন তিনি। অবশ্য সেক্সটন ঠিক নিশ্চিত ছিলেন না, এ জন্য কতো টাকা চাইবেন। তাই তিনি বেশ কিছুটা দ্বিধার সঙ্গেই ৫০ মিলিয়ন ডলার আগাম চাইলেন।

সেক্সটন বলেন, এটা ছিল অনেকটা আর্নেস্ট মানি বা বায়নার টাকা চাওয়ার মতো। আপনার যদি এ খাতে ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার মতো সামর্থ্য থাকে, তাহলে আমি আপনার প্রস্তাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবো, এ রকম। তিনি আরো বলেন, এ প্রশ্নে তারা কতোখানি আন্তরিক, প্রস্তাবটা ছিল তারও একটি পরীক্ষার মতো।

অবশেষে সাত সদস্যের ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের একটি, আবু ধাবি সরকারের কাছ থেকে টাকাটা জোগাড় হলো। উল্লেখ্য, জন সেক্সটন দীর্ঘদিন ধরে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক উপস্থিতি প্রসারের চেষ্টায় লেগে আছেন। এ লক্ষ্যে বহির্বিশ্বে স্টাডি সেন্টারের সংখ্যা বাড়িয়েছেন তিনি। সিঙ্গাপুরে ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম শুরু করেছেন এবং ফ্রান্সে নতুন অংশীদার খুজছেন।

দীর্ঘকাল থেকেই আমেরিকান উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের বাকি দেশগুলোর কাছে ঈর্ষার বিষয় হয়ে আছে। আর এখন একের পর এক দেশে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির বৈদেশিক কার্যক্রম শুরু করার ফলে এটা এখন আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ একটি রফতানি আইটেমই হয়ে উঠছে বলতে গেলে। এক সময়ের স্বর্ণ-সন্ধানী অভিযাত্রীদের মতো উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত, এমন দেশগুলোতে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলো এখন নিজেদের আউটার ক্যাম্পাস খোলার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

আমেরিকান তো রয়েছেই, তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ও বৃটিশ ইউনিভার্সিটিগুলো, যাদের একাডেমিক ভাষা ইংরেজি, তারাও চায়না, ইনডিয়া ও সিঙ্গাপুরের মতো দ্রুত সম্প্রসারণশীল বাজারে এ ধরনের শত শত নিজস্ব ও অংশীদারী ভিত্তিক প্রোগ্রাম শুরু করেছে। অনেক ইউনিভার্সিটি এখন বিদেশে, বিশেষ করে তেল সমৃদ্ধ মিডল ইস্টে পূর্ণাঙ্গ ক্যাম্পাস খোলার কথা বিবেচনা করছে।

আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোর তৎপরতার কারণে ইতিমধ্যেই উপসাগরীয় দেশ কাতারের শিক্ষার্থীদের আমেরিকায় যাওয়া-আসা, শিক্ষা উপলক্ষে অবস্থান খরচ ইত্যাদির আর প্রয়োজন হচ্ছে না। নাইন-ইলেভেন পরবর্তী ভিসা জটিলতার মুখোমুখিও হতে হচ্ছে না। বরং দেশে থেকেই আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারছে তারা।

কাতারের রাজধানী শিক্ষা নগরী দোহায় শিক্ষার্থীরা এখন কর্নেল (Cornell) ইউনিভার্সিটির ওয়েইল (weill) মেডিকাল কলেজে মেডিসিন, জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, কার্নেগি মেলনে কমপিউটার সায়েন্স ও বিজনেস, ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিতে ফাইন আর্টস এবং টেক্সাস এঅ্যান্ডএমে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারছে। তাছাড়া শিগগিরই দোহায় বসেই নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজমের ওপর পড়ার সুযোগও পাবে তারা। এছাড়া ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের অপর এক এমিরেট, দুবাইয়ে আসন্ন শরৎ থেকে সেমিস্টার শুরু করবে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি ও রোচেস্টার ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজি।

জর্জিয়া টেকনলজিকাল ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামের সাবেক পরিচালক হাওয়ার্ড রলিন্স বলেছেন, ইউনিভার্সিটিগুলো এখন বৈশ্বিক বা সর্বজনীন ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হচ্ছে। ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, ইটালি, সাউথ আফ্রিকা ও চায়নায় জর্জিয়া টেকের ডিগ্রি প্রোগ্রাম রয়েছে। তাছাড়া ইনডিয়ায় এ রকম প্রোগ্রাম শুরু করার পরিকল্পনা আছে তাদের।

বিশ্ব জুড়ে আরো অনেক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সম্পদ, শিক্ষক ও ভালো শিক্ষার্থী পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিযোগিতা করতে হবে, বলেন হাওয়ার্ড রলিন্স।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অধিকাংশ ইউনিভার্সিটির নির্ধারিত এজেন্ডাগুলোর শীর্ষে উঠে এসেছে নিজেদের আন্তর্জাতিকীকরণ করে তোলার বিষয়টি। একটি বিশ্বায়িত পৃথিবীর জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে ও ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা যেন যে যার ক্ষেত্রের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত থাকতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সহায়তা করার জন্যই এর ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বর্তমানে আমেরিকান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যখন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, তখন এ জাতীয় বৈদেশিক প্রোগ্রাম আমেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোর অবস্থার উন্নতি করতে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে। এমনকি নিজস্ব স্টেটের শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে তোলাই যে সব ইউনিভার্সিটির প্রধান দায়িত্ব, সে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোও এ সীমিত রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের যুগে নিজেদের গ্লোবাল ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে।

শীর্ষস্থানীয় ইউনিভার্সিটিগুলো সাধারণত বাইরের দেশগুলোতে স্টাডি সেন্টার স্থাপন, অংশীদারীমূলক গবেষণা কার্যক্রম, শিক্ষক বিনিময় ও বিদেশি ইউনিভার্সিটিগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইয়েল ইউনিভার্সিটির সঙ্গে বিভিন্ন চায়নিজ ইউনিভার্সিটির গবেষণা বিষয়ক সহযোগিতা কার্যক্রম চালু আছে।

অবশ্য অনেকের ধারণা, আমেরিকায় অবস্থিত মূল ক্যাম্পাসের সমমানের ভর্তি যোগ্যতা ও প্রদত্ত ডিগ্রি সত্ত্বেও বহির্বিশ্বের নতুন ক্যাম্পাসগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ইউনিভার্সিটি অফ পেনসেলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট অ্যামি গাটম্যান বলেন, এতে ভালোর চেয়ে মন্দের পরিমাণ বেশি। ঝুঁকির কথাটা আসছে দেশের মতো বাইরেও আমরা একই মানের শিক্ষা দিতে পারছি না বলেই। তার ওপর এ কার্যক্রম চালাতে গিয়ে আমাদের নামি শিক্ষকদের অনেককেই দেশের বাইরে চলে যেতে হচ্ছে।

আমেরিকান ইউনিভার্সিটির দুবাই ক্যাম্পাস